মাসিক পানি পরিক্রমা
(MASIK PANI PARIKROMA)
[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]
নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

সেচ প্রকল্পের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে

- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এডিপি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রকল্প সমুহের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। মন্ত্রীকে জানানো হয় চলতি বছর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৫৩টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পগুলোর কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠানের সুনামের সাথে জড়িত রয়েছে বোর্ডের বিজ্ঞ প্রকৌশলী সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা। তিনি বলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের রক্ষনাবেক্ষণ, সেচ প্রকল্প সমুহের রক্ষনাবেক্ষন ও অবকাঠামো নির্মাণ, নদী তাঙ্গন রোধকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ও নদী খনন সহ আনুসাংগিক উন্নয়ন মূলক কাজ। তিনি এ সকল কাজের মধ্যে সেচ প্রকল্পের কাজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে কৃষি খাতের উন্নতি করতে হবে। তাই দেশের চাষযোগ্য কৃষি জমি চাষাবাদের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সেচ প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম দ্রুত শেষ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি স্বল্প ব্যয়ে নদী তাঙ্গন রোধের সহজ লভ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের প্রতি বিশেষভাবে আহবান জানান। তিনি বলেন আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে।

সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম বীর প্রতিক, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব আ ল ম আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) আব্দুল হালিম মোল্লা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক(পরিকল্পনা) মোঃ গিয়াস উদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) আব্দুর রব মিয়া, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ মাহতাব উদ্দিন, বোর্ডের জোনাল প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ এবং বোর্ড ও মন্ত্রনালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

Need Based Setup অনুমোদিত হওয়ায় বাপাউবোতে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মানুষের জীবন ও জীবিকা , শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদী ভাঙন রোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, আবাদযোগ্য জমিকে লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন জমি পুনরুদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে এনাম সেট-আপ অনুসারে জনবল রাখা হয়েছিল ১৮০৩২। পরবর্তীতে গেজেট ৯৮ এ জনবল ব্যাপকভাবে হ্রাস করে ৮৯৩৫ জনে রাখা হয় (এমই ও ফ্রেজার পরিদপ্তর বাদে)। ফলে বোর্ডের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার। তৎপ্রেক্ষিতে বাপাউবোর Need Based জনবল কাঠামো সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এতে বাপাউবোর্ডের জনবল রাখা হয় এমই ও ফ্রেজার পরিদপ্তরসহ ১২,৩৩৪ জনে। উল্লেখ্য, গেজেট ৯৮ অনুসারে এমই ও ফ্রেজার পরিদপ্তরকে বাপাউবোর্ডের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হলেও এমই ও ফ্রেজার পরিদপ্তর ছিল মূলত স্ব-আয়ে পরিচালিত সংস্থা। এতে সংস্থা দুটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজ করত চাপা ক্ষোভ। Need Based জনবল কাঠামোতে তাদেরকে পূর্বের মতো বাপাউবোর কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে গণ্য করায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গেজেট ৯৮ থেকে Need Based জনবল কাঠামোতে জনবল কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। Need Based জনবল কাঠামোর অনুমোদন পত্রের শর্তাবলীতে উল্লেখ রয়েছে বাপাউবোর অনুমোদিত জনবলের সাথে সংগতি রেখে জরুরী ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর প্রতিশ্রুতি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডও সামিল হবে। বাপাউবো এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হলে খুব সহজেই দেশের জনসাধারণ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাপাউবোর অবদান সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সাথে সাথে বাপাউবোর গতিশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। সকলকে মনে রাখতে হবে পানি সম্পদ এর সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার এর উপরই দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিহিত।

স্বাস্থ্যবিধি

সামসুদ্দুজা চৌধুরী
প্রাক্তন কর্মকর্তা, সাবেক ওয়াপদা

১৯৫৯-এ আমি কাপ্তাইয়ে ওয়াপদার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতাম। ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে এই ডিপার্টমেন্টের নাম হয় ইস্ট পাকিস্তান ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ইপিডাব্লিউএপিডিএ)। তখন পানি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন একই চেয়ারম্যানের অধীনে ছিল। পরে পানি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন নামে আলাদা দুটি বোর্ড হয়। ইপিডাব্লিউএপিটিএ-র প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার গোলাম ফারুক। আর পানি উন্নয়ন শাখার প্রথম চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন প্রখ্যাত পানি বিশেষজ্ঞ বি এম আব্বাস। আমাদের অফিসের একজন সার্ভেয়ার ছিল। নাম বিপদ ভঞ্জন পাল। খুবই ভালো লোক ছিল। অবিবাহিত যুবক। এই সময়ই শুরু ধরেছিল। প্রতিদিন দেখতাম, গোসল করে এসে বিছানায় গুরুর ফটোর সামনে বসে ধ্যান করতে। আমরা তাকে ঠাট্টা করে ডাকতাম ভেঞ্জার ব্রেকার। সে আমাকে একদিন বলল, তার গুরু তাকে বলেছে; মুসলমানরা নামাজের আগে প্রতিদিন পাঁচবার মুখ-হাত ধুয়ে ঘাড়-গর্দান মোছে। এটা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এতে ব্রেইন ঠান্ডা থাকে। দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কথাটা আমার মনে দাগ কাটল। কারণ আমি জানতাম, এসব আধ্যাত্মিক গুরুরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অনেক গুণ জ্ঞানের অধিকারী হয়। এরপর বহু বছর কেটে গেল। দশ বারো বছর আগে একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন পড়ার সময় দেখলাম বৃটেনের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্মিথ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, কেন আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম শিরোনামে। তিনি লিখেছেন আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন আমাদের কলেজে বেশ কয়েকজন মুসলমান ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রবন্ধু নিয়মিত নামাজ পড়ত। নামাজের আগে তারা মুখ-হাত-পা ধৌত করত এবং শেষে মাথার কিছু অংশ ঘাড় গর্দান ভেজা হাত দিয়ে মুছত। এর তাৎপর্য তখন বুঝতাম না। মনে করতাম, ধর্ম নির্দেশিত কোনো ক্রিয়া হবে হয়তো। পরে আমি যখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হলাম তখন মুসলমান বন্ধুদের ভেজা হাত দিয়ে ঘাড় মোছার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। যে কোনো লোক যদি প্রতিদিন কয়েকবার ঠান্ডা পানিতে হাত ভিজিয়ে ঘাড়-গর্দান মোছে তাহলে ডাক্তারি শাস্ত্র মতে তার মেরুদণ্ড সতেজ থাকবে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। এসব জেনে আমার শরীরে শিহরণ জাগল। ইসলাম ধর্মের ওপর লেখা বেশ কিছু বই জোগাড় করে পড়তে শুরু করলাম। দেখলাম আল্লাহ্ কোরআন এবং নবীর হাদিসের মধ্যে বিজ্ঞান কিভাবে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বুঝতে পারলাম, একজন উম্মী নবী, যার কোনো অক্ষর জ্ঞান ছিল না, ১,৫০০ বছর আগে কি করে এত মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন, যা আধুনিক ডাক্তাররা ১,৫০০ বছর পরে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন? বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর খাটি ধর্ম। তাই দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে আমি ইসলাম কবুল করলাম। ডাক্তার স্মিথ গর্দানের শাহরগ এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে অসংখ্য নার্ভ বের হয়ে কিভাবে ব্রেইন এবং চোখের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যা এত বছর পর আর মনে পড়ছে না।

বর্তমানে আমার বয়স ৭৭ বছর। আল্লাহর অশেষ রহমতে এখনো সম্পূর্ণ রোগমুক্ত আছি। খালি চোখে পত্রিকা পড়তে পারি। চশমার দরকার হয় না। প্রতিদিন অজু করার পর ভেজা হাত দিয়ে আট-দশবার ঘাড়-গর্দান মুছি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সারা বছর। এতে খুবই আরাম বোধ করি। সেই সঙ্গে রুটিন মাফিক খাওয়া, ঘুম বিশ্রাম করি। যেসব রোগব্যাধি বুড়ো বয়সে আক্রমণ করে, যেমন হাই অথবা লো ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস হাঁপানি, ইত্যাদি থেকে এখন পর্যন্ত আমি মুক্ত।
পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ রইল, তারা দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন আট-দশবার ভেজা হাত দিয়ে ঘাড়-গর্দান মুছবেন। আমার একান্ত বিশ্বাস নিশ্চয় উপকার পাবেন। মনে রাখবেন নিরোগ শরীর আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

মহাপরিচালকের যোগদান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

মোঃ আফজাল হোসেন ১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীতে বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে রুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি এবং ১৯৯২ সালে ভারতের রুরকি ইউনিভার্সিটি থেকে পানি বিজ্ঞানে এমএস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি আমেরিকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও কম্বোডিয়াসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার শিবপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে যোগদান

মাহতাব উদ্দিন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

মোঃ মাহতাব উদ্দিন ১৮ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক(পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রধান প্রকৌশলী ,কেন্দ্রীয় অঞ্চল পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৭৯ সালে খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে কুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি আমেরিকা, ইটালি ,পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ড,বেলজিয়াম,ফ্রান্স ও জার্মানীসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার সলিয়া বাকপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে যোগদান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

আবদুর রব মিয়া

প্রকৌশলী আবদুর রব মিয়া গত ১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী ব্যবস্থাপনার সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে যোগদান করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), তারও পূর্বে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে বাপাউবো'র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লার কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৫৫ সনে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় চৌধুরীপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৬ সনে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পুরকৌশল বিষয়ে বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিশেষ সমীক্ষা পরিদপ্তরে (Special studies directorate) সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে প্রথম চাকুরী জীবন শুরু করেন। তিনি তাঁর চাকুরী জীবনে দক্ষতা ও সুনামের সাথে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নসহ স্বীয় দক্ষতার বিভিন্ন সংকটে সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া তিনি ডিজাইন ও প্ল্যানিং-এ দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি থাইল্যান্ড, সিংগাপুর ও নিউজিল্যান্ডে পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মহাপরিচালকের বিদায়ী সংবর্ধনা

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ২৪ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ সহিদুর রহমানের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের লক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) প্রকৌশলী গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ এর সভাপতিত্বে সভায় নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) আব্দুল হালিম মোল্লা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) আব্দুর রব মিয়া, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ মাহতাব উদ্দিন, বোর্ডের জোনাল প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী মহাপরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করেন নবাগত মহাপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন

বক্তারা বিদায়ী মহাপরিচালক মোঃ সহিদুর রহমানের গৌরবময় কর্মকান্ডের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা বলেন জনাব সহিদুর রহমানের কর্মের অনুকরনীয় দিকগুলো সকলের জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। সবশেষে বিদায়ী মহাপরিচালকের দীর্ঘায়ু ও পারিবারিক সুখ-শান্তি কামনা এবং নবাগত মহাপরিচালকের ভবিষ্যত সাফল্য কামনা করা হয়।

শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করতে হবে... - মাহবুবুল আলম হানিফ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

গত ১৫ আগষ্ট ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক লীগ আয়োজিত জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত হয়। শোক সভার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন : আজ সেই দিন, বাংলার ইতিহাসে অবিরল অশ্রুঝরা দিন। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নাম বাঙালীর ইতিহাসে ও প্রতিটি মানুষের অন্তরে সোনার অক্ষরে লিখা আছে। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর সেই অমর বজ্রকণ্ঠের উচ্চারণ – রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত সোনার বাংলা গড়ার কাজ আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। শোক আজ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতি আজ দৃপ্ত পায়ে অগ্রসরমান সেই দিনটির দিকে, যে দিনটির স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু একদিন এই অবাবস্থা নিমজ্জিত দেশে উঠে দাড়িয়েছিলেন, আমাদের প্রাণিত করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে, আমাদের কণ্ঠে দিয়েছিলেন জয়ধ্বনি জয় বাংলা, যে দিনটির জন্য বঙ্গবন্ধু তার পরিবার পরিজনসহ নিজ বুকের শেষ রক্ত ফোটা পর্যন্ত দান করে গেছেন। আজ রক্ত ঝরা ১৫ আগষ্ট। বেদনাবিধুর ও কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত বিভীষিকাময় ইতিহাসের এক অধ্যায়ের দিন, বিভিন্ন কবির অসংখ্য কবিতার পংক্তিতে উঠে আসা সেই দশ দিক পুরুষ স্বাধীন বাংলার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯ তম শাহাদাতবার্ষিকী। বাংলাদেশ ও বাঙালীর জন্য গভীর মর্মস্পর্শী শোকের দিন, জাতীয় শোক দিবস। কৃতজ্ঞচিত্ত বাঙালী জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে স্মরণ করছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ৩৯ তম শাহাদাতবার্ষিকী, শোকের দিবসে আজ সারাদেশের পথে প্রান্তরে লাখ-কোটি কৃতজ্ঞ বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে যতদিন রবে পদ্মা,যমুনা, গৌরী, মেঘনা, বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি দেশ গঠনে আত্ম নিয়োগ করার জন্য দেশ বাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অবিচ্ছেদ্য সত্ত্বা হয়ে আছেন। তাই ষড়যন্ত্রকারী জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তার আদর্শ ও নীতিকে নিঃশেষ করতে পারেনি। এ দেশ ও জনগণ যতদিন থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো কোটি বাঙালীর অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আলোচনা সভায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ

শোকসভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক লীগ (সিবিএ) এর সভাপতি ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মোল্লা আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক লীগ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় শ্রমিক লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক সুলতান আহমেদ সহ বাপাউবো'র সর্বস্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃতি সহোদর

মোঃ আতিক শাহরিয়ার ২০১৪ ইং সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন A+(GPA-5)পেয়েছে। সে বর্তমানে নটরডেম কলেজ ঢাকায় এইচএসসি ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত। সে ভবিষ্যতে একজন প্রকৌশলী হতে চায়।

আসিফ শাহরিয়ার ২০১৩ ইং সালের পিএসসি সমাপনী পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে (GPA-5) ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হতে চায়। কৃতি সহোদর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (বাক) ঠাকুরগাঁও এ কর্মরত হিসাব রক্ষণ অফিসার (মরহুম) মোঃ শওকত আলী ও মিসেস আমারকলি'র পুত্র। তাঁরা সকলের দোয়া প্রার্থী।

মেধাবী মুখ

সাদিয়া নুসরাত সিদ্দিকা ২০১২ ইং সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে গোল্ডেন A+ (জিপিএ ৫) পেয়েছে। সে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্প মূল্যায়ন এর পরিচালক ফিরোজা খাতুন এবং মোঃ আবু বকর সিদ্দিক এর কনিষ্ঠ কন্যা। সে ভবিষ্যতে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

নিশাত নাবী ২০১৪ ইং সালে এস এস সি পরীক্ষায় মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন A+ (জিপিএ-৫) পেয়েছে। সে ২০১১ সালে জে এস সি পরীক্ষায়ও একই স্কুল থেকে গোল্ডেন A+ (জিপিএ-৫) পেয়েছিলো। সে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয়ের ডিইও মোঃ মোজাম্মেল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা রানু আক্তারের জ্যেষ্ঠ কন্যা। সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হয়ে মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

তৌফিক ইমরোজ এবার অনুষ্ঠিত এইচ.এস.সি পরীক্ষায় নটরডেম কলেজ থেকে অংশগ্রহণ করে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষাতেও সে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছিল। তাঁর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার বাউফলে। তাঁর বাবা মোঃ জহিরুল ইসলাম বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৈয়দপুর পওর বিভাগের সহকারী পরিচালক (ভূমি ও রাজস্ব) হিসাবে কর্মরত আছেন। ভবিষ্যতে সে একজন চিকিৎসক হিসেবে আত্মনিয়োগ করে জনসেবায় আগ্রহী। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মিকাইল কামাল মুগ্ধ "Play Pen" স্কুল থেকে মে-জুন ২০১৪ সেশনে Cambridge International Examinations (CIE) এর অধীনে O'Level পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭ টি বিষয়ে A গ্রেড পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার বাবা মোঃ আনোয়ারুল কামাল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারী পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক এবং মা মমতাজ বেগম ICDDRB তে নার্সিং অফিসার হিসেবে কর্মরত। ভবিষ্যতে সে একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

নদী তীর সংরক্ষনে যুগোপযোগী ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে..

- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

সিরাজগঞ্জে ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সম্প্রতি জামালপুর, গাইবন্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন নদী ভাংগন কবলিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বর্তমান মহাপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেন, সাবেক মহাপরিচালক মোঃ সহিদুর রহমান, বর্তমান অতিরিক্ত মহাপরিচালক মাহতাব উদ্দিনসহ মন্ত্রলালয়ের এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পানি সম্পদ মন্ত্রী ভাংগন কবলিত এলাকার জনগনের সাথে কথা বলেন ও তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা মনোযোগের সাথে শোনেন। তিনি বলেন এই নদী তীর সংক্ষণের কাজ সফল ভাবে সমাপ্ত হলে জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষের সকল দুঃখ লাঘব হবে। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার হার্ড পয়েন্ট ও প্রমত্তা যমুনার ভাংগন রোধে নির্মিত স্পারগুলো পরিদর্শন করেন, মন্ত্রীকে জানানো হয় স্পারগুলো নিমার্ণের ফলে সিরাজগঞ্জের শৈলাবাড়ী ও কাজীপুর এলাকাকে নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এবং নদী তীরবর্তী এলাকায় পলি জমা হওয়ার ফলে কিছু এলাকা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজগুলির গুনগত মান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তি বিষয়ক কর্মশালা

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

ক্রমপুঞ্জিভূত অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রমের আওতায় ত্রিপক্ষীয়/দ্বিপক্ষীয় সভাসহ ক্রাশপ্রোগ্রাম এর পূরিপূর্ণ সফলতা আনয়নের জন্য জোন ভিত্তিক অডিট আপত্তি হ্রাস ও নিস্পত্তিকরণ শীর্ষক কর্মশালা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহীতে ২৬ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন, বাপাউবোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, সভাপতি ছিলেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহীর প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব মোঃ হিরুজ্জামান ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফাহমিদা রেজা, এবং বাপাউবোর্ডের পরিচালক অডিট মোঃ রেজাউল করিম। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন উক্ত জোনের সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, শাখা কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ব্যাক), হিসাব রক্ষক (ব্যাক) ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ।

কর্মশালায় অডিট আপত্তির জবাব যথাযথভাবে প্রদানের নিমিত্তে উহার কলাকৌশল ও কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বাগত ভাষনে পরিচালক অডিট মোঃ রেজাউল করিম পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে সিএন্ডএজি'র অধিদপ্তরসমূহের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন এবং এই সকল অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিস্পত্তির কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে জানান যে, সিএন্ডএজি'র পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত ৫৯৯২টি আপত্তি অনিস্পন্ন আছে এবং তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহীর অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯৬৫ টি।

উক্ত কর্মশালায় চলমান দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভাসহ আসন্ন ক্রাশপ্রোগ্রামে অনিস্পন্ন উক্ত ৯৬৫টি আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথভাবে কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। এতদ্বিষয়ে কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কিং সেশনে অনিস্পন্ন ৯৬৫টি আপত্তির বিষয়ে সার্কেল ওয়ারী/বিভাগওয়ারী প্রত্যেকটি আপত্তির কার্যপত্র প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

হাওড় গুলোতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে চাষাবাদের উপযোগী করে তুলতে হবে

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গত ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রীঃ তারিখ হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলায় শুয়িঙ্গাজুরি হাওড় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে ছোট-বড় অজস্র হাওড় রয়েছে। এই হাওড় গুলোতে রয়েছে মৎস্য সম্পদের বিপুল সমাহার । আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য সম্পদের যেমন প্রয়োজন তেমনি অধিক খাদ্য উৎপাদনে চাষাবাদযোগ্য জমিরও প্রয়োজন। কিন্তু হাওড়গুলো বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকায় চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না। তাই চাষাবাদের উপযোগী করে তোলার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের অধিকাংশ হাওড়গুলোতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করে বছরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাওড় গুলোতে বন্যার পানি প্রবেশমুক্ত রাখা এবং বছরে ২/৩ টি ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এর ফলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় গুলোতে বছরে ২০,০০০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি হবিগঞ্জের হাওড় গুলোকে এই কার্যক্রমের আওতায় আরও সম্পৃক্ত জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতীক), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ , প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পূর্বাঞ্চল সিলেট মোঃ আব্দুল বাতেনসহ উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ হবিগঞ্জে হাওড় এলাকা পরিদর্শন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নদী তীর সংরক্ষন কার্যক্রম সংক্রান্ত সেমিনার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক :

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৪ আগষ্ট থেকে ১৭ আগষ্ট তারিখ যুক্তরাষ্ট্রে নদী তীর সংরক্ষন কার্যক্রম সংক্রান্ত ১০ দিন ব্যপি এক সেমিনারে যোগদান করেন। সেমিনারে নদীতীর সংরক্ষনের উপর প্রযুক্তি নির্ভর সমাধান সমূহের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়।

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান সেমিনারে বলেন "বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ। প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে ৫৪টি নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের বন্যার পানি আমাদের দেশের এই নদী গুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হওয়ার পূর্বে আমাদের নদীগুলো বন্যা কবলিত হয়। আর এই বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর শুরু হয় নদী ভাংগন। নদী ভাংগনে প্রতি বৎসর বিস্তৃর্ণ এলাকা নদী গর্ভে চলে যায়। নদী ভাংগন রোধে নদী তীর সংরক্ষন কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে বিস্তৃর্ণ এলাকার নদী ভাংগন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

তাই আমাদের প্রয়োজন সল্প ব্যয়ে প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ করা। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী বৃন্দকে স্বল্প ব্যয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে দেশের নদী ভাংগন রোধে ব্যবহারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ প্রতিনিধি দল, যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক (সাবেক) মোঃ সহিদুর রহমান, বর্তমানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ মাহতাব উদ্দিন ও বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী আমিনুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন সার্কেল, মোতাহার হোসেন প্রমূখ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আকতারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : সৈয়দ মাহবুবুল হক, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd